সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

اللّٰه رب محمّد صلى اللّٰه عليه و سلم، نحن عباد محمّد صلى اللّٰه عليه و سلم

প্রতিটি যুগেই একেকজন পথপ্রদর্শক (হাদী) থাকেন। যারা সত্যের পথে আহ্বান করে যান প্রাণপণে। সামাজিক কলুষতাকে মুক্ত করে সত্যের আলো ফুটিয়ে তুলেন এবং ধর্মে নব আবিস্কৃত বিধান (বিদ্আত) কে মিটিয়ে প্রকৃত সুন্নাতের বাস্তবায়ন ঘটাতে প্রয়াসী হন। আর সর্বসাধারণের অন্তরে উজ্জীবিত করে দেন হুযুর পাকের প্রকৃত আদর্শ।

তেমনই একজন মহান ব্যক্তিত্ব, মুহিউস্ সুন্নাহ, ফক্বীহুল উম্মাহ, হযরাতুল আল্লামা মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী কাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ)। যার ক্ষুরধার লেখনী ও শানদার বক্তব্যে ফুটে ওঠে এশকে রাসূলের জযবা এবং বাস্তবায়ন ঘটে রাসূলের আদর্শের অনুসরণ।

কালের আবর্তনে মুসলিম সমাজ যখন স্বীয় ধর্ম ভুলে বিধর্মীদের অনুকরণে লিপ্ত, সত্য যখন স্বীয় আবাস মদিনায় লুকাতে ব্রত এমনই এক মুহূর্তে নেত্রকোনা জেলার সদর থানার অন্তর্গত সতরশ্রী রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফে তাপসী মা'র কোল আলোকিত করে ধরা বুকে পদার্পণ করেন অত্র কিতাবের সম্মানিত লিখক।

স্বীয় পরিবারে এবং দরবারস্থ মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতঃ উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্তে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, বকশি বাজার হতে ইসলামী ফতোয়া (আইন) বিভাগে ফাষ্ট ক্লাস ফলাফল নিয়ে কামিল (মাষ্টার ডিগ্রী) অর্জন করেন।

ধর্ম তথা সুন্নিয়তের খিদমতে জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলামের সুযোগ্য অধ্যক্ষ হিসেবে বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানে এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। সুন্নিয়ত ভিত্তিক তথা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেন হুযুর পাক প্রদত্ত হিলফুল ফুজুল-এরই অনুসরণে বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাহ বোর্ড ফাউন্ডেশন (গভঃ রেজিঃ নং এস-১১২৮২/১১) নামে। পাশাপাশি সুন্নিয়ত প্রচারে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ এবং উভয়টির আজীবন

চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত। এছাড়াও সত্য প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করে ঈমান ও ইসলাম বিষয়ক সারগর্ভ আলোচনাসহ পরবর্তী প্রজন্মের নিকট সত্যের পয়গাম পৌঁছে দিতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করে আসছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল-

১. মিলাদে আ'জম আলান্ নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২. পারের তরী
৩. ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (১ থেকে ১০ খন্ড)

ত্বরিকত ও ইলমে তাসাউফে তাঁর অবস্থান এতটাই সুদৃঢ় যে, ভারতের মারহারা শরীফ, আযমীর শরীফ ও বেরেলী শরীফ দরগাহে আ'লা হযরত যিয়ারতে যখনই উপস্থিত হয়েছেন বায়াতের সাথে সাথেই খিলাফত প্রাপ্ত হন।

পরিশেষে, সরকারে কায়েনাতের অমূল্য ফরমান-

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

অর্থাৎ, আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাতের বাস্তবায়ন বা আমল করল, তাঁর জন্য রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব।

এ হাদীস শরীফের বাস্তবতায় আমরা অত্র কিতাবের সম্মানিত লিখককে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতঃ স্বীয় জীবনে রাসূলে পাকের গোটা আদর্শের তথা সুন্নাতের বাস্তবায়ন করা উচিৎ। যেমন- মিসওয়াক করা প্রভৃতি। যার গুরুত্ব ও বিধান অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লাহ পাক যেন হুযুর কিবলার হায়াতে তৈয়্যেবাহ বৃদ্ধি করেন এবং আমাদেরকে তাঁর মাধ্যমে প্রকৃত সুন্নিয়তকে অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন। আমিন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন্-নাজিরী
প্রেমু, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
প্রাক্তন অধ্যক্ষঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম
রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

ফরিয়াদ

ইয়া আল্লাহ্!
এ ক্ষুদ্র লেখনির উসিলায়
★ আমার চোখের দৃষ্টি ও ধী-শক্তি দানকারিণী
তাপসী 'মা' হযরত রাবিয়া আখ্তার রেজভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা ★ আমার পিতা যার লালন স্নেহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ, সুলতানুল ওয়ায়েজিন, পীরে ত্বরিকত, হযরাতুল আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ) ★ আমার এ সাধনার পথে রূহানী নজ্রে করম মঞ্জিল আলে আ'লা হযরত আজিমুল বারাকাত ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেযা খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও ★ দয়াল নবীজীর মহাব্বতে জান-মাল কুরবান করে আমার যে সমস্ত ভক্ত-মুরিদিন আজ মুক্তির পথে সংগ্রামরত তাঁদেরকেসহ সকল ঈমানদার উম্মতগণকে কবুল করুন।
আমিন!

কৃতজ্ঞতা

হে দয়াল মালিক!

এ কিতাব লেখনীতে অনেকেই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন। তন্মধ্যে আমার সুখ-দুঃখের সফরসঙ্গী ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আলমগীর হোসাইন রেজভী, মুফ্তী আলী শাহ রেজভী ও ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আহমাদ রেজভী সেই সাথে যারা এই কিতাব প্রকাশে আর্থিকভাবে সহযোগীতা করে নবীজীর সত্য ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলকে শাফীয়ে আযীম, রাউফুর রাহীম, হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় কবুল করুন।
আমিন!

লেখকের ক'টি কথা

নিকটবর্তী-দূরবর্তী, দৃশ্য-অদৃশ্য তথ্য ভান্ডারসহ মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী হল পবিত্র কুরআন। আর এ কুরআন শরীফের ব্যাখ্যামূলক বাস্তব দৃষ্টান্ত হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মূলতঃ যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করে, তাঁদের জন্যই রয়েছে দুনিয়ার পবিত্র জিন্দেগীর শান্তি ও পরপারের মুক্তি। সত্যিই হুযুর পাকের প্রতিটি অনুসরণেই রয়েছে অসংখ্য সোয়াব ও পরকালের মুক্তি। আর এ বিষয়টির বাস্তবতা আমরা "মেসওয়াক ও ব্রাশের বিধান" বিষয়ক আলোচনা লক্ষ্য করলেই অনুভব করতে পারব। ইনশাআল্লাহ।

اَلْاِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ

এ চিরন্তন বাণীর মর্মেই বলছি যে, মানুষেরই ভুল হয়। যদি কোন স্বহৃদয় ব্যক্তির নজরে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ভেসে উঠে, দয়া করে আমাকে উপযুক্ত দলিলসহকারে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সন্তুষ্ট চিত্তে সংশোধন করে নিব। ইনশাআল্লাহ।

কাজেই দয়াল মাওলার নিকট ফরিয়াদ, আমাদের সকলকে সর্বপ্রকার ঈমানী পরীক্ষায়, ঈমানের উপর বহাল রেখে, ঈমানের সাথে বিদায় হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

- ☛ লেখকের ক'টি কথা ০৪
- ☛ যে কারণে.....০৬
- ❑ মিসওয়াকের শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয়.....০৭
- ❑ মিসওয়াকের দলীল ও গুরুত্ব.....০৮
- ❑ নবী করীম রাউফুর রাহীম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বেও মিসওয়াক ব্যবহার করেছেন.....১৭
- ❑ এক দীনার স্বর্ণের আশরাফীতে মিসওয়াক ক্রয়.....১৭
- ❑ মিসওয়াকের ফযীলত ও উপকারিতা.....১৯
- ❑ শরীয়তে মিসওয়াক কি দ্বারা হবে?.....২২
- ❑ যে সকল বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ.....২৪
- ❑ ডাল দ্বারা মিসওয়াক করার সুন্নাত পদ্ধতি.....২৪
- ❑ মিসওয়াকের আদব.....২৫
- ❑ মিসওয়াকের বিধান.....২৬
- ❑ মিসওয়াক অযুর সুন্নাত না নামাজের?.....২৯
- ❑ কখন মিসওয়াক করা মুস্তাহাব.....৩০
- ❑ মিসওয়াক বর্জন ও অস্বীকারের বিধান.....৩০
- ❑ মিসওয়াকের অবর্তমানে আঙ্গুলের ব্যবহার.....৩৩
- ❑ মিওসয়াকের পরিবর্তে ব্রাশের বিধান.....৩৫
- ❑ মিসওয়াক ও ব্রাশের ব্যবধান বা পার্থক্য.....৪০
- ❑ মিওসয়াক হাদীয়া বা উপহার দেয়া সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৪৩
- ☛ জিজ্ঞাসা ও জওয়াব.....৪৫
- ☛ গ্রন্থপুঞ্জি.....৪৮

যে কারণে.....

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ○ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○ مَالِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ○

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ رَسُوۡلِنَا وَ مَوۡلَانَا وَ مَجۡدِنَا

مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصۡحَابِهٖ اَجۡمَعِيۡنَ ○

اَمَّا بَعۡدُ ! فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ ○ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ

الرَّحِيۡمِ ○ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَمَا نَهَاكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا ○ صَدَقَ اللّٰهُ

الۡعَظِيۡمُ وَ صَدَقَ رَسُوۡلُهُ النَّبِيُّ الۡكَرِيۡمُ الۡاَمِيۡنُ ○

আমাদের এ যুগ আখেরীযুগ এবং অত্যাধুনিকতার যুগ। এ আখেরী যুগ চরম অত্যাধুনিকতায় পৌঁছবে, এটা নবী পাকের ভবিষ্যদ্বানী ছিল। মূলতঃ আধুনিকতার অনেক কিছুই সমাজকল্যাণে নিয়োজিত, যা মানুষকে দিচ্ছে বিভিন্নভাবে সেবা এবং অল্পসময়ের মধ্যেই মানুষকে বিবিধ হয়রানি থেকে দিচ্ছে পরিত্রাণ, যা আমরা বর্তমান চিকিৎসা ক্ষেত্রে, আকাশ ও জমিনে বাহনের ক্ষেত্রে এবং দূরবর্তী ও নিকটবর্তী যোগাযোগের যন্ত্রগুলোর ক্ষেত্রে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে অনুভব করতে পারি। আর সত্যই তা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার দাবীদার।

উক্ত আলোচনায় বলতে চাচ্ছি যে, আধুনিকতা আমরা এড়িয়ে চলিনা বরং অবলম্বন করেই চলছি। কিন্তু এ আধুনিকতার ব্যবহার যদি শরীয়ত প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া নির্ধারিত নিয়ম-নীতির বিপরীতে হয়, তখন তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, যে সমস্ত আধুনিকতা ধর্মের বিপরীত নয়, তা অবশ্যই অবলম্বনযোগ্য।

আজ আমরা লক্ষ্য করছি যে, মিসওয়াক ইসলামের একটি নিদর্শন। নবী করীম রাউফুর রাহীম মিসওয়াক করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান- "আমি উম্মতের উপর কষ্টকর হয়ে যাবে বলে মিসওয়াক করাটা ওয়াজিব করি নাই, অন্যথায় প্রত্যেক নামাজে (আমি) মিসওয়াক ওয়াজিব করে দিতাম"।

উপরন্তু নির্ধারিত বৃক্ষের মিসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা অনেক পূণ্য দান করা হয়। এছাড়াও মিসওয়াক ব্যবহারে ৭০টি ফযীলতপূর্ণ উপকারিতা রয়েছে।

কিন্তু আফসোস! আজ ঐ মিসওয়াক যার গুরুত্বের কথা স্বয়ং নবীজী বর্ণনা করেছেন এবং যাতে রয়েছে অনেক ছওয়াব ও উপকারিতা, আজ তার বিলুপ্তি ঘটছে আধুনিক ব্রাশের মাধ্যমে। মনে রাখা দরকার, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বৃক্ষের মিসওয়াকের মধ্যে যে বরকত, ফযিলত ও উপকারিতা রয়েছে, তা ব্রাশের মধ্যে নেই।

সুতরাং, যে আধুনিক উপকরণের কারণে শরীয়তের কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘটে বা বিধানের বিপরীতমুখী হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ব্রাশ সুন্নাতের বিপরীত। যেহেতু মিসওয়াক করা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মিসওয়াকের শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয়

مِسۡوَاكٌ (মিসওয়াক) শব্দটি سِوَاكٌ (সিওয়াক) থেকে তৈরী। শব্দটি একবচন ও বিশেষ্যপদ। অর্থ হল- মাজন, দাঁতন; অর্থাৎ, যার দ্বারা দাঁত ঘষা-মাজা করা হয়।

❑ মিসওয়াকের শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে 'ফাতাওয়ায়ে শামী' প্রণেতা বলেন-

اَلۡعُوۡدُ الَّذِىۡ يُسۡتَاكُ بِهٖ

অর্থাৎ, মিসওয়াক হল এমন কাঠি (কাঠ), যা দ্বারা (দাঁত) মাজা হয়।
-ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড।

❑ মিসওয়াকের পরিচয় দিতে গিয়ে 'মিরআত' গ্রন্থকার বলেন-

"شریعت میں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کئے جاتے ہیں"

অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়তে মিসওয়াক হচ্ছে গাছের ঐ ডাল, যা দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা হয়।
-মিরআত শরহে মিশকাত।

অতএব, আমরা বলতে পারি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে নির্দিষ্ট গাছের ডাল দ্বারা মুখের পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তাকে মিসওয়াক বলে। আর এ জাতীয় মিসওয়াক ব্যবহারের কথাই হাদীসে বলা হয়েছে এবং এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

মিসওয়াকের দলীল ও গুরুত্ব

❀ ১ নং হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ ○ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَ النِّسَائِيُّ وَ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهٖ بِلَا اِسْنَادٍ ○

অর্থাৎ, হযরত মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি ফরমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামইরশাদ করেছেন- "মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কার করার উপায় বা উপকরণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম"। (শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী, নাসায়ী)

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

- মিশকাত শরীফ, বাবুস্ সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৪৪।

বর্ণিত হাদীস শরীফে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে ফরমান- "মিসওয়াক যেমনিভাবে মুখের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, তেমনিভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরও উপায়"। তাতে দ্বীন-দুনিয়ার অনেক কল্যাণ রয়েছে। বর্ণিত হাদীসে 'মিসওয়াক' দ্বারা মুসলমানদেরকে ইবাদতের নিয়ত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ, নিয়তবিহীন মুসলমানদের নিছক অভ্যাসগত মিসওয়াক করা এবং অমুসলমানদের মিসওয়াক করা একই কথা, যাতে শুধু মুখ পরিষ্কারই হবে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হবে না।

তাছাড়া যদিও মিসওয়াকে পার্থিব ও ধর্মীয় বহু উপকারিতা রয়েছে, কিন্তু এখানে শুধু দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এমনটা হয়তো এজন্য যে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নতুবা এজন্য যে, অন্যান্য উপকারিতা এ দু'য়ের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। মুখ পরিষ্কার থাকলে পাকস্থলির ক্ষমতা বাড়ে এবং আরো অগণিত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেই সাথে এই মিসওয়াকের দ্বারা যখন মহান রব সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন আর কিসের অভাব রইল?

এমনিভাবে যদিও প্রত্যেক হাদীসের ব্যখ্যা উপস্থাপন করা হয়নি, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্নের প্রত্যেকটি হাদীস দ্বারা মিসওয়াকের দলীল ও তার গুরুত্ব বা ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

❀ ২ নং হাদীসঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَنَّ اَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْاٰنِ فَطَيِّبُوْهَا بِالسِّوَاكِ ○

অর্থাৎ, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "নিশ্চয়ই তোমাদের মুখসমূহ হল কুরআন শরীফ পড়ার মাধ্যম বা পথ। অতএব, তা মিসওয়াকের দ্বারা পবিত্র কর।

- ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫, আল-জামিউস্ সাগীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৮; জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।

❀ ৩ নং হাদীসঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ فَاِنْ اَحَدُكُمْ اِذَا قَرَءَ فِيْ صَلٰوتِهٖ وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلٰى فِيْهِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ اِلَّا دَخَلَ فَمَ الْمَلَكِ ○

অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "যখন তোমাদের মধ্যে কেহ রাতে নামাজ পড়ার জন্য উঠবে, তখন উচিত প্রথমে সে মিসওয়াক করবে। কেণনা, যখন সে তাঁর নামাজের মধ্যে কিরাআত পাঠ করে, তখন ফিরিস্তা তাঁর মুখ কিরাআত পাঠকারীর মুখের উপর রাখে, এমতাবস্থায় নামাজীর মুখ থেকে যা বের হয়, তা ফেরেশতার পবিত্র মুখে প্রবেশ হয়ে যায়।

-জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩; কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৯; জামউল জাওয়ামে, পৃষ্ঠা-৩২৯২; মুসনাদুল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩২

❀ ৪ নং হাদীসঃ

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَ يُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَ السِّوَاكُ وَ النِّكَاحُ ○ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু আয়্যুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "চারটি বিষয় রয়েছে, যা রাসূলগণের সুন্নাত। যথা-

১) লজ্জা করা; অন্য বর্ণনায় খৎনা করার কথা এসেছে,
২) সুগন্ধি ব্যবহার করা,
৩) মিসওয়াক করা এবং
৪) বিবাহ করা।"
- তিরমিযী শরীফ, ১ম খন্ড, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৪৪।

❀ ৫ নং হাদীসঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُرَانِىْ فِىْ الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَ نِىْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهٗ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا ○ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি মিসওয়াক দ্বারা আমি দাঁত মর্দন করছি। এ সময় আমার নিকট দু'জন লোক আসল। যাদের একজন অপরজনের চেয়ে বড়। আমি তাদের ছোটজনকেই মিসওয়াকটি দিতে ইচ্ছা করলাম। তখন আমাকে বলা হল যে, বড়জনকেই প্রদান করুন। অতঃপর আমি তাঁদের বড়জনকেই মিসওয়াকটি প্রদান করলাম।

-বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ।

উক্ত হাদীসে মিসওয়াকটি বড়জনকে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল মিসওয়াক অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ উত্তম বস্তু। আর তাদের দু'জনের মধ্যে বড় জন ছিলেন সম্মানী। তাই উত্তম জিনিস সম্মানী ব্যক্তির হাতে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এজন্যই মিসওয়াকটি বড়জনকে দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ আলোচ্য হাদীসে ইসলামী তাহযীবের চমৎকার শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি মিসওয়াকের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। আর স্বপ্নযোগে মিসওয়াক ব্যবহার দ্বারা সে দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

❀ ৬ নং হাদীসঃ

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَايُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا ○ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ ○

অর্থাৎ, হযরত মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে নামাজ পড়ার পূর্বে মিসওয়াক করা হয়, এর ফযীলত, যে নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করা হয়নি তার ফযীলতের তুলনায় সত্তরগুণ বেশী।

-বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান; মিশকাত শরীফ।

❀ ৭ নং হাদীসঃ

وَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَ نِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ ○ رَوَاهُ اَحْمَدُ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু উমামা বাহিলী হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যখনই জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার নিকট আগমণ করতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলতেন, এতে আমি ধারণাবোধ করতাম যে, মিসওয়াকের দ্বারা আমি আমার মুখের সম্মুখদিক ক্ষয় করে দিব"।

-আহমাদ, মিশকাত শরীফ।

❀ ৮ নং হাদীসঃ

وَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَّ لَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدٌ بْنُ خَالِدٍ يَّشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِىْ الْمَسْجِدِ وَ سِوَاكُهٗ عَلٰى اُذُنِهٖ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا اِسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهٗ اِلٰى مَوْضِعِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ قَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

অর্থাৎ, বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু সালমা সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হত, তাহলে প্রত্যেক নামাজের সময় তাদেরকে মি-সওয়াক করার আদেশ দিতাম এবং এশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। বর্ণনাকারী (আবু সালমা) বলেন যে, হযরত যায়েদ বিন খালেদ নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতেন এ অবস্থায় যে, তাঁর কানে মিসওয়াক থাকত, যেমনটি লেখক তাঁর কানে কলম গুঁজে রাখে। আর তিনি মিসওয়াক না করে নামাজে দাঁড়াতেন না (এবং মিসওয়াক করে) তা যথাস্থানে রেখে দিতেন। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এশার নামাজ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম বাক্যটি উল্লেখ করেননি। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

-মিশকাত শরীফ।

❀ ৯ নং হাদীসঃ

وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِىْ السِّوَاكِ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ○

অর্থাৎ, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "(মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে) আমি তোমাদেরকে অনেক কথা বলেছি।"

-বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ।

❀ ১০ নং হাদীস

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَتَوَسَّكَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন কোন প্রাকৃতিক কর্ম হতে) ফিরে আসতেন, তখন মিসওয়াক করতেন (এবং অযু করতেন)। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন।

-জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫; মুসলিম শরীফ, বাবুস্ সিওয়াক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৭।

❀ ১১ নং হাদীসঃ

عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ الصِّدِّيْقَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَتْ: اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَرْقَدُ مِنْ لَيْلٍ وَّ لَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا تَوَسَّكَ قَبْلَ أَنْ يَّتَوَضَّأَ ○

অর্থাৎ, হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বণিত, তিনি বলেন- "নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাই রাত্রে হোক কিংবা দিনে, যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, অযুর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন।"

-জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫, আবু দাউদ, কিতাবুত্ তাহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-০৮।

❀ ১২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَ السِّوَاكُ وَ اِسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَ نَتْفُ الْاِبِطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِىْ اَلْاِسْتِنْجَاءُ قَالَ الرَّاوِىُّ وَ نَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ فِىْ رَوَايَةٍ اَلْخِتَانُ بَدْلَ اِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ وَ لَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىْ وَ لٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَ كَذَا الْخَطَّابِىُّ فِىْ مُعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ○

অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "দশটি বিষয় ধর্মীয় স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত। যথা-

১. গোঁফ খাটো করা।
২. দাঁড়ি লম্বা করা,
৩. মিসওয়াক করা,
৪. নাকে পানি দেওয়া,
৫.নখ কাটা,

৬. আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা,

৭. বগলের লোম উপড়ে ফেলা,

৮. গুপ্তস্থানের লোম কাটা,

৯. পানি দ্বারা শৌচকার্য সম্পাদন করা,

১০. বর্ণনাকারী বলেন- আমি দশমটি ভুলে গেছি, তবে সম্ভবত: তা কুলি করা। (মুসলিম)"

অপর বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থলে খত্না করার কথা রয়েছে। (গ্রন্থকার বলেন) আমি তা বুখারী, মুসলিম ও হুমাইদীর কিতাবে পাইনি, তবে 'জামে' গ্রন্থকার এটি (স্বীয় গ্রন্থ জামিউল উসূলে) বর্ণনা করেন। অনুরূপ ইমাম খাত্তাবী 'মুয়ালিমুস্ সুনান' গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ হতে সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসির এর সূত্রে বর্ণনা করেন।

-মিশকাত শরীফ।

❖ উপরোক্ত হাদীসের আলোকে প্রসংগে কথাঃ

১. গোঁফ খাটো করাঃ

গোঁফ কমপক্ষে এতটুকু খাটো করতে হবে, যেন ঠোটের লালিমা প্রকাশ পেয়ে যায়। এর থেকে বেশী বড় করা নিষেধ এবং একেবারে মুন্ডিয়ে ফেলাও উচিৎ নয়। তবে কোন কোন উলামায়ে কিরাম যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের জন্য গোঁফ বড় রাখা বৈধও বলেছেন।

-আশআতুল্ লুমআত, মিরআতুল মানজীহ।

২. দাঁড়ি লম্বা করাঃ

দাঁড়ি চার আঙ্গুল তথা একমুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর চেয়ে একটু বাড়ানোও বৈধ। তবে বেশী বড় করা মাকরূহ। আর একমুষ্টির কম রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং মুন্ডিয়ে ফেলা সম্পূর্ণই হারাম, এমনকি তা হিন্দু-খ্রিষ্টানদের রীতিনীতি। এছাড়াও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কখনও দাঁড়ি মোবারক কাটেননি। যদি মহিলাদের দাঁড়ি গজিয়ে যায়, তবে তা মুন্ডিয়ে ফেলা মুস্তাহাব।

স্মর্তব্য যে, থুতনীর নিচ থেকে একমুষ্টির পর দাঁড়ি কাটবে, আর এর আশেপাশেও এভাবে রাখবে যেন চুলের (দাঁড়ির) বৃত্ত হয়ে যায়। এটা ছিল সাইয়্যেদেনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিয়ম। (বোখারী শরীফ)।

এছাড়াও কুরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে- لَاتَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ (হযরত হারুন বলেছিলেন আমার দাঁড়ি ধরোনা)। বুঝা গেল যে, এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি রাখা নবীগণের সুন্নাত। যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

-মিরআত শরহে মিশকাত।

এছাড়া কেউ কেউ বলে থাকে যে, দাঁড়ি একমুষ্টির (নিচেও) কমও কেটে-ছেঁটে রাখা যায়। ৪০ গজ দূর থেকে দাঁড়ি আছে বুঝা গেলেই এর সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। এ কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী।

৩. মিসওয়াক করাঃ

➢ সর্বসম্মতিক্রমে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

➢ ইমাম দাউদ বলেন- মিসওয়াক করা ওয়াজিব,

➢ তবে ইমাম ইসহাক এতটুকু বর্ধিত করেন যে, যদি কেউ ইচ্ছা করে তা বর্জন করে, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

-মিরকাত শরহে মিশকাত।

৪. নাকে পানি দেওয়াঃ

নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, যেমনটি মুখ পরিষ্কারের জন্য কুলি করা হয়। আর হানাফী মাযহাবের মতে, এ দু'টি ওযুর সুন্নাত এবং গোসলের ক্ষেত্রে ফরজ এবং শাফেয়ী মাযহাবের মতে এগুলো গোসলের সুন্নাত আর ইমাম আহমদ ও মালেকের বর্ণনায় এগুলো ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।

- মিরকাত শরহে মিশকাত।

৫. নখ কাটাঃ

নখ এভাবে কাটবে যে, প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে শেষ করবে। তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করবে। তারপরে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কেটে নিবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলী থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলীতে শেষ করবে। জুমআর দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। আর বৃহস্পতিবার আসরের নামাজের পরেও খুব ভালো। এ নখ প্রত্যেক সপ্তাহে বা পনের দিনে একবার কাটবে এবং চল্লিশ দিনের বেশী না কেটে রাখবে না।

-মিরআত ও মিরকাত।

৬. আংগুলের গিরাসমূহ ধৌত করাঃ

খাবার গ্রহণ করে বা অন্যকোন কাজ করে হাতের অগ্রভাগ ও গিরাসহ

সম্পূর্ণ আঙ্গুল ধৌত করার কথা বলা হয়েছে।

-মিরআত শরহে মিশকাত।

৭. বগলের লোম উপরে ফেলাঃ

বগলের লোম উপরে ফেলা সুন্নাত। আর মুন্ডানো জায়েয।

-মিরআত শরহে মিশকাত।

৮. গোপ্তস্থানের লোম কাটাঃ

নাভীর নিচের (গুপ্তস্থানের) লোম মুন্ডানো সুন্নাত। তবে চল্লিশ দিনের বেশী সময় রাখা জায়েয নেই। বগল, গুপ্তস্থান ও গুহ্যদ্বারের লোম লোমনাশক ঔষধ দ্বারা নষ্ট করা জায়েয আছে বটে; তবে সুন্নাতের খিলাফ। নারীদের গুপ্তস্থানের লোম উপরে ফেরা উত্তম; তবে মুন্ডিয়ে ফেলা মাকরূহ। গোঁফ, নখ, বগল ও গুপ্তস্থানের লোম ইত্যাদি চল্লিশ দিনের মধ্যে না কাটলে নামাজ মাকরূহ হবে।

-মিরআত ও মিরকাত।

৯. পানি দ্বারা শৌচকার্য সম্পাদন করাঃ

পায়খানা-প্রস্রাব থেকে শৌচকার্য তথা পানি দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করা সুন্নাত। আর যদি নাপাকীর পরিমাণ দিরহাম (পয়সার আয়তনের) চেয়ে বেশী হয়, তাহলে শৌচকর্ম করা ফরয। তার চেয়ে কম হলে সুন্নাত।

- মিরআত শরহে মিশকাত।

১০. কুলি করাঃ

পরিচ্ছন্নতা ও মুখ ধৌত করার উদ্দেশ্যে কুলি করা এবং তা অযুর সুন্নাত ও গোসলের ফরজ।

আলোচ্য হাদীস শরীফে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থানে খৎনা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই নিম্নে খৎনার হুকুম উল্লেখ করা হল-

১১. খৎনা করার হুকুমঃ

ছেলেদের খৎনা করা সুন্নাত। সাত দিন থেকে শুরু করে ৭ বছর পর্যন্ত খৎনা করা যায়। বালেগ হওয়ার পূর্বেই খৎনা করা জরুরী। বালেগ হওয়ার পর তার জন্য সতর অর্থাৎ, গোপনাঙ্গ প্রকাশ করা হারাম। কোন যুবক পুরুষ অমুসলিম থেকে মুসলিম হলে যদি সম্ভব হয়, তবে খৎনার কাজ জানে এমন নারীর সাথে বিবাহ সম্পাদন করতে হবে, যেন সে স্ত্রী তার খৎনার কাজ সম্পন্ন করতে

পারে। অন্যথায় প্রয়োজন নেই।

- মিরআত শরহে মিশকাত।

বর্ণিত হাদীসে এগারটি কর্মের আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের জন্য পালন করা সুন্নাত এবং যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার রয়েছে।

নবী করীম রাউফুর রাহীম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বেও মিসওয়াক ব্যবহার করেছেন।

হযরত মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ফরমান- আমার জন্য মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার উপহার সমূহের মধ্যে অন্যতম পুরস্কার এটা যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাহেরী ইন্তেকাল আমার পালার দিনে, আমার ঘরে, আমার গলার হার (পরার স্থান) ও বুকের মধ্যস্থানে হয়েছে। আর এটাও মহান রবের পুরস্কার যে, হুযুর পাকের মুখ মোবারকের বরকতময় থুথু আমার থুথুর সাথে নবী পাকের জাহেরী ইন্তেকালের পূর্বে মিশ্রিত করে দিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, আমার নিকট আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসলেন। তখন তাঁর হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। আর আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেলান দেয়াচ্ছিলাম, আমি লক্ষ্য করলাম, নবীজী তাঁর মিসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছেন। আমার জানা ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক পছন্দ করেন। তাই আমি আরয করলাম, "আপনার জন্য মিসওয়াক নিব কি?" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মোবারকের ইশারায় ইরশাদ ফরমান- "হ্যাঁ"। সুতরাং আমি আব্দুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর নিকট থেকে মিসওয়াক নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে পেশ করলাম। হুযুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার করতে চাইলেন। কিন্তু মিসওয়াকটি শক্ত ছিল। একারণে আমি আরয করলাম যে, "নরম করে দিব কি? নবী পাক মাথা মোবারকের ইশারায় ফরমান- "হ্যাঁ"। সুতরাং আমি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে নবীউল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে দিলাম। তিনি তাঁর আপন দাঁত মোবারকের উপর মাজতে লাগলেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে একটা পাত্র

রেখেছিলাম। তিনি তাঁর দু'হাত মোবারক পানিতে রাখতেন এবং আপন চোহারায়ে আনোয়ারের উপর মুছতেছিলেন আর ফরমাচ্ছিলেন- "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই ইন্তেকালে (বিদায়ে) রয়েছে অনেক কষ্ট।" তারপর দোয়া করার জন্য হাত মোবারক উত্তোলন করলেন আর ফরমালেন- "হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লার মধ্যে ক্ববুল করুন"। এভাবে ফরমাতেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত খাতামুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেরীভাবে ইহজগত ত্যাগ করেন, সেই সাথে উভয় হাত মোবারক নিচে চলে আসে।

-ফয়জানে সুন্নাত (উর্দূ), পৃষ্ঠা-৮৫১।

এক দীনার স্বর্ণের আশরাফীতে মিসওয়াক ক্রয়

আল্লামা শা'রানী বলেন, একদা হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ৩৩৪ হিঃ) এর অযুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হল। সুতরাং তিনি মিসওয়াক তালাশ করতে লাগলেন, কিন্তু পেলেন না। তারপর তিনি এক দিনার (স্বর্ণের আশরাফী) মূল্য দিয়ে মিসওয়াক ক্রয় করে ব্যবহার করেছেন। কিছু লোক হযরত শিবলীকে বললেন- এটাতো আপনি খুব চড়া মূল্য দিয়ে ক্রয় করে ফেলেছেন। এতো বেশী মূল্য দিয়েও কি মিসওয়াক কিনতে হয়? তখন তিনি বললেন- "এ দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তুসমূহ মহান আল্লাহ পাকের নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মর্যাদার যোগ্য নয়। কিয়ামতের দিন কি জওয়াব দিব? যখন মহান রব আমাকে বলবেন- "তুমি আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সুন্নাত মিসওয়াককে কেন বর্জন করেছ? যে মাল ও দৌলত আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, যার মূল্য আমার নিকট মশার ডানার সমানও ছিল না, তা তুমি এ মহান মিসওয়াকের সুন্নাত পালনের জন্য কেন ব্যয় করনি?...

...প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সুন্নাতের প্রতি কিরূপ ভালবাসা রাখতেন? হযরত সাইয়্যেদুনা আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক দীনার (অর্থাৎ, এক স্বর্ণের আশরাফী) প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত 'মিসওয়াক'-এর উপর কোরবান করে দিয়েছেন। আর, আহা! আজকাল যদিও আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বড়জোর আশেকে রাসূল বলে দাবী করি, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে আট আনা মূল্যের মিসওয়াকও আমাদের দ্বারা ক্রয় করা হয়না।

-ফয়জানে সুন্নাত (উর্দূ), পৃষ্ঠা-৮৫৪ ও ৮৫৫।

মিসওয়াকের ফযীলত ও উপকারিতা

নিম্নোক্ত কিতাবাদীতে মিসওয়াকের ফযীলত ও উপকারিতার দিক নির্দেশনা রয়েছে। তথা হতে মিসওয়াকের কতেক ফযীলত ও উপকারিতা উপস্থাপন করা হল।

ফাতাওয়ায়ে শামী, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, মিশকাত শরীফ, মিরকাত শরহে মিশকাত, মিরআত শরহে মিশকাত, তাহতাভী শরীফ, শরহে মায়ানিল আছার, মুসনাদুল ইমাম আযম, নূরুল ঈযাহ, ফয়জানে সুন্নাত, কোশাইরি, তাবকাতে শাফীয়ে কুবরা ও তাজকিরাতুল ওয়ায়েজিন গ্রন্থাদী হতে মিসওয়াকের ফযীলত ও উপকারিতা সমূহ হলো-

১. মিসওয়াককে অপরিহার্য করে নাও। কেননা, তা দ্বারা মুখের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় এবং মহান রবের সন্তুষ্টি লাভ হয়।
২. মিসওয়াকের দ্বারা দাঁতের ব্যাথাসহ রোগ জীবানু দূর হয়।
৩. দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়।
৪. দাঁত মজবুত হয়।
৫. মিসওয়াকের দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. এর দ্বারা মেধা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৭. মিসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে ৭০ গুণ বেশী সওয়াব লাভ হয়।
৮. মিসওয়াক করলে অন্যভাই মুখের দূর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট পায়না।
৯. মিসওয়াকের ফলে মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত নসীব হয়।
১০. মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয়।
১১. হযম শক্তি বৃদ্ধি পায়।
১২. পাইওরিয়া রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।
১৩. পাকস্থলীকে মজবুত করে।
১৪. চক্ষুদ্বয়কে আলোকিত করে।
১৫. কফ ও শ্লেষ্মা দূর হয়ে যায় এবং ফেরেশতারা খুশী হয়,
১৬. নিয়মিতভাবে মিসওয়াক করতে থাকলে, রোজগার সহজ হয় এবং বরকত অব্যাহত থাকে।

১৭. এর কারণে নামাজের সওয়াব ৯৯ কিংবা ৪০০ গুণ বেড়ে যায়।
১৮. মাথা ব্যাথা দূর হয়।
১৯. মাথার সমস্ত শিরা-উপশিরায় প্রশান্তি লাভ হয়। এমনকি শান্ত শিরা চলমান এবং চলমান শিরা নিস্তেজ হবে না (অর্থাৎ, হাইপ্রেসার ও ল'প্রেসার হবে না)।
২০. মানুষকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা দান করে।
২১. তোতলামি দূর করে।
২২. শরীরে শক্তি বর্ধিত হয়।
২৩. অন্তরকে পবিত্র করে।
২৪. সৎ কর্ম বৃদ্ধি পায়।
২৫. মিসওয়াক ব্যবহারে চেহারা জ্যোতির্ময় হয়, ফলে তার সাথে ফেরেশতারা কর মর্দন করে।
২৬. যখন সে মসজিদ থেকে বের হয়, ফেরেশতারা তার পেছনে-পেছনে চলতে থাকে।
২৭. নবী ও রাসূলগণ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) তাঁর জন্য মাগফিরাতের (ক্ষমার) দোয়া করেন।
২৮. মিসওয়াক শয়তানকে নারায করে দেয় ও তাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।
২৯. শিশুদের জন্ম বৃদ্ধি করে।
৩০. বার্ধক্যতা দেরীতে আসে।
৩১. শরীর থেকে তাপ তথা উত্তেজনা দূর করে দেয়।
৩২. পিঠ মজবুত করে।
৩৩. শরীরে মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য শক্তি যোগায়।
৩৪. ক্বিয়ামতে আমলনামা ডানহাতে প্রদান করায়,
৩৫. পুলসিরাত বিজলীর ন্যায় দ্রুতগতিতে অতিক্রম করা নসীব হয়।
৩৬. চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।
৩৭. মিসওয়াক কারীর কবরকে প্রশস্থ করে দেওয়া হয়।
৩৮. মিসওয়াককারী কবরে আরাম ও শান্তি লাভ করে।

৩৯. মিসওয়াকে অভ্যস্থ ব্যক্তি কখনো মিসওয়াক করতে ভুলে গেলে তবুও তার আমলনামায় সওয়াব লিখে দেয়া হয়।
৪০. তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।
৪১. ফিরিশতারা বলেন- "সে নবীগণ আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর অনুসারী।"
৪২. প্রতিদিনই ফেরেশতারা মিসওয়াককারীর পথ নির্দেশনা প্রাথ র্নাকারী।
৪৩. মিসওয়াককারীর জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।
৪৪. দুনিয়া থেকে পবিত্র অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করে।
৪৫. মালাকুল মওত (আযরাঈল আলাইহিস সালাম) তাঁর প্রাণ হরণ করার জন্য বন্ধুর আকৃতিতে, বরং কোন কোন বর্ণনামতে এমন আকৃতিতে আসেন, যে আকৃতিতে এসে নবীগণের (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) রূহ কবজ করতেন।
৪৬. মিসওয়াককারী ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় হাওয-এর পিয়ালা পান না করবে।
৪৭. মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শেফা।
৪৮. মুখের দুর্গন্ধ ও হলুদ বর্ণ দূর করে এবং দাঁতের ঔজ্যল্লতা বৃদ্ধি করে।
৪৯. কুরআন পাঠের রাস্তা (মুখ) পবিত্র করে।
৫০. মুখের লালা পড়া বন্ধ করে।
৫১. মুখের ঘ্রাণ সুগন্ধময় করে।
৫২. শয়তান দূরীভূত হয়।
৫৩. জ্ঞান শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৫৪. অন্তরের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়।
৫৫. কবর প্রশস্থ হয়।
৫৬. স্ত্রী স্বামীর প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি খুশি থাকে।
৫৭. সন্তানাদী নেক ও শালীন হয়।

৫৮. মিসওয়াক করার বরকতে শত্রুর দিলে ভয় সৃষ্টি হয় এবং তা গোণাহ থেকে হিফাজত করে।

৫৯. যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

৬০. চুলের গোড়া শক্ত করে।

৬১. যৌন দূর্বলতা দূর করে।

৬২. মিসওয়াককারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট মুসলমানগণের সংখ্যা পরিমাণ নেকী প্রদান করা হবে প্রভৃতি।

শরীয়তে মিসওয়াক কি দ্বারা হবে?

মূলতঃ মিসওয়াক কি জাতীয় বস্তু দ্বারা করতে হবে এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

❑ 'ফাতাওয়ায়ে শামী' প্রণেতা বলেন-

وَ يُسْتَاكُ بِكُلِّ عُوْدٍ اِلَّا الرُّمَّانِ وَ الْقَصَبِ وَ اَفْضَلُهُ اَلْاَرَاكُ ثُمَّ الزَّيْتُوْنُ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ نِعْمَ السِّوَاكُ الزَّيْتُوْنُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ وَّ هُوَ سِوَاكِيْ وَ سِوَاكُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ ○

অর্থাৎ, আর সমস্ত কাঠ দ্বারাই মিসওয়াক করা যায়, তবে আনার (ডালিম) এবং গিরাযুক্ত উদ্ভিদ (বাঁশ জাতীয়) দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ। আর এগুলোর মধ্যে মিসওয়াকের জন্য উত্তম হল পিলু (যা আরবে আরাক নামে পরিচিত), অতঃপর উত্তম হল যায়তুন।

এ মর্মে ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন যে, (হুযুর পাক সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- উত্তম মিসওয়াক হল যায়তুন, আর তা হল বরকতময় বৃক্ষের অন্তর্ভূক্ত এবং তা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণের মিসওয়াক।

-ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৫।

❑ 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'তে রয়েছে-

وَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَّكُوْنَ السِّوَاكُ مِنْ اَشْجَارٍ مَرَّةٍ لِاَنَّهُ يُطِيْبُ نُكْهَةَ الْفَمِ وَ يَشُدُّ الْاَسْنَانِ وَ يَقْوَى الْمِعْدَةَ ○

অর্থাৎ, মিসওয়াক হওয়া উচিত তিক্ত বৃক্ষের ডাল দ্বারা। কেণনা এর দ্বারা মুখের দূর্গন্ধ দূর হয়, দাঁত মজবুত হয় এবং হযম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

- ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭

❑ 'ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া'তে রয়েছে-

وَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَّكُوْنَ السِّوَاكُ مِنْ اَشْجَارٍ مَرَّةٍ وَّ لَيَكُنْ رَطْبًا ○

অর্থাৎ, মিসওয়াক হওয়া উচিত তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা, আর তা যেন তাজা হয়।

- ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭।

❑ ছদরুশ্ শরীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী আজমী রেজভী স্বীয় গ্রন্থ বাহারে শরীয়তে উল্লেখ করেন-

پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو-

অর্থাৎ, পিলু, যাইতুন অথবা নিম ইত্যাদি তিক্ত কাঠ দ্বারা মিসওয়াক করতে হবে।

-বাহারে শরীয়ত (উর্দু), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৭।

❑ এছাড়াও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিলু (আরাক) দ্বারা মিসওয়াক করার আদেশ করেছেন মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষ্য করা যায়। যথা-

ثُمَّ اَمَرَلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرَاكٍ فَقَالَ اِسْتَاكُوْا بِهٰذَا ○

অর্থাৎ, অতঃপর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাক কাঠ (পিলু) সম্বন্ধে আদেশ করেছেন যে, তোমরা এর (পিলু) দ্বারা মিসওয়াক কর।

-আল-মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫।

উপরোক্ত কিতাবাদীর উল্লেখিত ইবারতসমূহের আলোকে জানা গেল যে, যে বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করতে হবে, তা হলো কাঠ। এজন্যই উক্ত দলীলাদীর ভিত্তিতে পিলু, যাইতুন ও নিমসহ অন্যান্য কাঠ দ্বারা মিসওয়াক করার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিলু ও যাইতুন বৃক্ষের দ্বারা মিসওয়াক করতে আদেশ করেছেন। তাই মিসওয়াক মূলতঃ কাঠ বা বৃক্ষের হওয়াই সুন্নাত। বর্তমান প্রচলিত পশুর হাড় এবং চুল বা লোম কিংবা এ জাতীয় উপকরণ দ্বারা তৈরী ব্রাশ সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত পরিপন্থী। এমনকি এটা ইহুদী নাছারাদের তথা বিধর্মীদের রীতিনীতি, যা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ অশুভনীয়।

যে সকল বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ

যে সমস্ত গাছের দ্বারা মিসওয়াক তৈরী করা নিষেধ। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

❑ হযরত দুমাইর ইবনে হাবীব বলেন যে, রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুগন্ধযুক্ত কাঠ বা গাছ দ্বারা মিসওয়াক তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করে।

- ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৫।

❑ আনার বা ডালিম এবং গিঁট বা গিরাযুক্ত উদ্ভিদ (গাছ) দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ।

- ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৫।

❑ ফুল এবং গন্ধযুক্ত ফুলের বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ।

-বাহারে শরীয়ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭ (উর্দূ)।

❑ মিসওয়াক যেন ফুল কিংবা ফলবান গাছ না হয় বরং তিক্ত গাছের শাখা হয়।

-মিরআত শরহে মিশকাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫।

ডাল দ্বারা মিসওয়াক করার সুন্নাত পদ্ধতি

❑ মিসওয়াক স্বাভাবিক মোটা হবে। যেমন- কনিষ্ঠা আঙ্গুলের ন্যায় এবং এক বিঘত লম্বা হবে, এর চেয়ে ছোট হলে দোষ নেই, যদি ব্যবহারে সমস্যা না হয়। কিন্তু এক বিঘতের চেয়ে বেশী লম্বা হলে তাতে শয়তান আরোহন করে।

❑ গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করার সময় তা ধরার নিয়ম হল- ডান হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলে মিসওয়াকের নিচে রাখতে হবে। অর্থাৎ, কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিসওয়াকের পিছনের নীচের দিকে আর বৃদ্ধাঙ্গুল মিসওয়াকের মাথার দিকের নীচের অংশে রেখে অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো মিসওয়াকের উপরে রাখতে হবে। মিসওয়াক বেশী নরম ও বেশী শক্ত না হওয়া চাই।

❑ দাঁত সমূহের উপর দিয়ে প্রস্থভাবে মিসওয়াক করতে হবে এবং প্রত্যেকবার শুরুতে পানিতে ভিজিয়ে তথা ধুয়ে নিতে হবে। অনুরূপ মিসওয়াক করেও ধুয়ে নিতে হবে।

❑ দাঁতের উপরের পাটিতে প্রথমতঃ কমপক্ষে ডানদিকে তিনবার

তারপর বাম দিকে তিনবার, তারপর বামদিকে তিনবার, অনুরূপ নিচের পাটিতে ডানদিকে তিনবার তারপর বামদিকে তিনবার মিসওয়াক করতে হবে।

❑ দাঁতের বাহির ও ভিতরের দিক মিসওয়াক করার পর জিহ্বাকে লম্বাভাবে মিসওয়াক করতে হবে।

❑ ঘটনাক্রমে কখনো যদি পিলু, যায়তুন ও নিমের মিসওয়াক উপস্থিত না থাকে, তাহলে নিষিদ্ধ গাছগুলো ব্যতীত যে কোন বৃক্ষের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করতে হবে, ঘটনাক্রমে তাও যদি না থাকে, তাহলে ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা মুখের ডান দিকে উপরে-নিচে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা এবং এভাবে বামদিকে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করে নিন।

❑ এভাবে মুসলিম মহিলারাও মিসওয়াক করবেন, যদি কোন ওজর না থাকে। আর যাদের দাঁত নেই তারা আঙ্গুল দ্বারা মাড়ীর উপর বুলিয়ে পরিষ্কার করে নিবেন। এতেই রবের কৃপায় মিসওয়াকের ছওয়াব পেয়ে যাবেন।

মিসওয়াকের আদব

মিসওয়াক ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বা নিদর্শন। যা সর্বযুগে নবী-রাসূলগণসহ বুযুর্গানে দ্বীন পালন করে আসছেন। আর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○ (سورة الحج)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, নিশ্চয়ই এটা তার অন্তরের খোদা ভীতির দলিল বা পরিচয়।

❑ মিসওয়াক যেহেতু ইসলামের গুঙ্গরুত্বপূর্ণ নিদর্শন তাই তা আদবের সাথে ব্যবহার করতে হবে।

❑ মিসওয়াক ডান হাতে ব্যবহার করতে হবে।

❑ মুষ্টিবদ্ধ করে মিসওয়াক ব্যবহার করবেন না, এর ফলে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

❑ মিসওয়াক এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবেন যাতে আঁশ বিশিষ্ট দিকটা উপরের দিকে থাকে।

❑ পায়খানায় মিসওয়াক ব্যবহার করবেন না এবং লোকালয়ে তা

ব্যবহার না করা ভাল।

❑ চিৎ হয়ে মিসওয়াক করবেন না, কারণ তাতে প্লীহা বৃদ্ধি পায়।

❑ মিসওয়াক চুষবেন না, এতে অন্ধত্ব সৃষ্টি হতে পারে।

❑ মিসওয়াককে অবহেলাভরে মাটিতে, যত্রতত্র স্থানে ফেলে দিবেন না, এতে মিসওয়াকের সম্মান নষ্ট হয় এবং এর প্রতি বেয়াদবী হয়। যদ্দরূন পাগল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। কারণ হাদীসের আলোকে দেখা যায়, অনেক সাহাবায়ে কিরাম মিসওয়াককে কানের মধ্যে রাখতেন।

❑ মিসওয়াক যখন ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তখন তা ফেলে দিবেন না। কেননা, এটা সুন্নাত আদায়ের একটি মাধ্যম। তাই তা যত্ন করে কোথাও রেখে দিন অথবা মাটিতে দাফন করে ফেলুন কিংবা নদীতে ছেড়ে দিন।

মিসওয়াকের বিধান

মুবহ, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরজ এ সকল বিধানের মধ্যে মিসওয়াক ব্যবহারের হুকুম বা বিধান কি? এ মর্মে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

❖ প্রথমতঃ মিসওয়াক করা সুন্নাত। যেমন-

❑ ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়াতে উল্লেখ রয়েছে-

وَفِىْ شَرْحِ الطَّحَاوِىْ : فَاِذَا كَانَ السِّوَاكُ سُنَّةٌ فَلَهٗ اَنْ يُّسْتَاكَ بِاَيِّ سِوَاكٍ ○

অর্থাৎ, শরহে তাহাভীতে রয়েছে যে, যখন মিসওয়াক করা সুন্নাত। সুতরাং এর দ্বারা মিসওয়াক করবে।

-ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭।

❑ মিসওয়াক সুন্নাত হওয়া সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ-মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اِنَّ السِّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الدِّيْنِ فَتَسْتَوِىْ فِيْهِ الْاَحْوَالُ كُلُّهَا ○

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মিসওয়াক হলো- ধর্মের সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সুন্নাত। অতএব, আমলের ক্ষেত্রে তা সর্বাবস্থায় সমান।

-ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪।

❑ ইমাম কুহুস্তানীর বর্ণনায় রয়েছে-

وَلَا يَخْتَصُّ بِالْوُضُوْءِ كَمَا قِيْلَ بَلْ سُنَّةٌ عَلٰى حَدَّةٍ ○

অর্থাৎ, মিসওয়াক সম্বন্ধে যেমনটি বলা হয়েছে যে, তা ওযুর সুন্নাত। (মূলতঃ) তা ওযুর সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং তা এককভাবেই তথা স্বয়ংই সু-ন্নাত।

-ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪।

❑ হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ও ইমাম আযমের ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন-

لَوْ أَنَّ اَهْلَ قَرْيَةٍ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى تَرْكِ سُنَّةِ السِّوَاكِ نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ الْمُرْتَدِيْنَ ○

অর্থাৎ, যদি কোন গ্রামবাসী মিসওয়াকের সুন্নাত বর্জনের ক্ষেত্রে একমত হয়, তবে আমরা তাদেরকে এমনভাবে ক্বতল করব, যেমনি মুরতাদদেরকে করা হয়।

-ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭; জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭।

❑ সর্বোপরি মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এর বর্ণনায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَىَّ فَرَائِضُ وَّ هُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ : اَلْوِتْرُ وَ السِّوَاكُ وَ قِيَامُ اللَّيْلِ ○

অর্থাৎ, তিনটি জিনিস আমার উপর ফরজ, আর তোমাদের (উম্মতের জন্য) সুন্নাত। যথা-

১) বিতরের নামাজ।
২ মিসওয়াক করা।
৩) রাত্রের দন্ডায়মান হওয়া তথা তাহাজ্জুদ পড়া।

- মাওয়াহেবে লাদুনীয়াহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩; মাদারেজুন নবুওয়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৭ (উর্দূ); তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ফিস্ সুনান।

❖ দ্বিতীয়ত, মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। যেমন-

❑ তাতারখানিয়া নামক ফতোয়ার কিতাবে রয়েছে-

وَ يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ عِنْدَنَا ○

অর্থাৎ, আমাদের মতে (কিছু সংখ্যক হানাফী ফক্বীহগণের মতে) মি-

সওয়াক করা মুস্তাহাব।

-ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭

❑ হেদায়া কিতাবের হাশীয়াতে রয়েছে-

اِنَّهٗ مُسْتَحَبٌّ فِیْ جَمِیْعِ الْاَوْقَاتِ ○

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মিসওয়াক করা সর্বসময়ই মুস্তাহাব।

-ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে মিসওয়াকের বিধান সম্বন্ধে আমরা দু'টি মত দেখতে পাই। প্রথমত, তা সুন্নাত; দ্বিতীয়ত, মুস্তাহাব। আবার কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় তা ওয়াজিব হওয়ার কথাও লক্ষ্য করা যায়। তবে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামগণের রায় হল- তা সুন্নাত এবং এ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, যখন কোন সহীহ মাসআলার বিষয়ে মতানৈক্য হয় যে, তা সুন্নাত না মুস্তাহাব? এমতাবস্থায় মতনের (হাদীসের মূলভাষ্যের) উপরই আমলযোগ্য হবে। যেমন-

❑ আল্লামা শামী বলেন-

وَ الْاَکْثَرُوْنَ مِنَ السُّنَنِ وَ هُوَ الْاَصَحُّ قُلْتُ عَلَیْهَا الْمُتُوْنُ ○

অর্থাৎ, অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামগণের রায় (মিসওয়াক) সুন্নাত। আর তাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আমি বলি (আল্লামা শামী) এ অবস্থায় মতনের উপর আমল করা হবে (অর্থাৎ, হাদীসের মূলভাষ্যের উপর আমল করতে হবে, আর তা হলো সুন্নাত)।

- ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪।

❑ ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ্ আহমদ রেযা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও এ ব্যাপারে বলেন-

جب تصحیح مختلف ہو تو متون پر عمل لازم ہے-

অর্থাৎ, যখন সহীহ কোন মাসআলায় বিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন মতনের উপর আমল করা আবশ্যক।

-জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৬।

আর হাদীসের মূলভাষ্য তথা মতন দ্বারা প্রমাণিত যে, তা সুন্নাত। অতএব, ফতোয়া হবে সুন্নাতের উপর এবং এর উপরই আমল করতে হবে। এমনকি আমাদের মাযহাবের ইমামের ছাত্র, ইমামুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দেসীন,

ইমামুল আওলিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম বলেন যে-

اگر کسی بستیں کے لوگ سنیت مسواک کے ترک پر اتفاق کرلیں تو ہم ان سے اس طرح جہاد کریں جیسا مرتدوں سے کرتے ہیں-

অর্থাৎ, যদি কোন এলাকার লোক মিসওয়াকের সুন্নাতকে বর্জনের উপর একমত হয়, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে এমনিভাবে জিহাদ করব যেমনি মুরতাদদের সাথে করা হয়।

-জামেউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭; ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭।

উল্লেখিত দলীলসমূহের পর্যালোচনার দ্বারা পরিষ্কার হলো যে, মিসওয়াক করা সুন্নাত। যা সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

মিসওয়াক অযুর সুন্নাত, না নামাজের?

এ মর্মে সর্বপ্রথম করা হচেছ, মিসওয়াক করা সর্বাবস্থায়ই সুন্নাত। যেমনটি পূর্বোক্ত আলোচনায় ইমাম আযমসহ অন্যান্য ফোকাহায়ে কিরামগণের মত উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এবাদতের ক্ষেত্রে তা অযুর সুন্নাত না নামাজের সুন্নাত এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাব তথা ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হল- তা নামাজের সুন্নাত। আর আমাদের মতে অর্থাৎ, হানাফী মাযহাবের মতে, তা ওযুর সুন্নাত। যেমন-

❑ ফাতাওয়ায়ে, শামীতে রয়েছে যে-

وَهُوَ لِلْوُضُوْءِ عِنْدَنَا اَیْ سُنَّةٌ لِّلْوُضُوْءِ وَ عِنْدَ الشَّافِعِیِّ لِلصَّلَاةِ ○

অর্থাৎ, আমাদের নিকট তথা হানাফী মাযহাবের মতে, মিসওয়াক করা ওযুর সুন্নাত। আর শাফেয়ীদের মতে তা নামাজের সুন্নাত।

- ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪।

এছাড়াও ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কুদুরী, হেদায়া, শরহে বেকায়া, তাতারখনিয়া, আলমগীরী, বাহারে শরীয়তসহ প্রভৃতি গ্রন্থে মিসওয়াক করা ওযুর সুন্নাতই বলা হয়েছে। কেননা, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস-

াল্লাম কখনো নামাজের তাকবীরে তাহরীমার আগে মসজিদে মেসওয়াক করেছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে হযরত খোলাফায়ে রাশেদীন থেকেও এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন আমল প্রকাশ পেত, তাহলে অবশ্যই তা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বর্ণনা করা হত। বরং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর আগে মিসওয়াক করেছেন এমন বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়।

সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, মিসওয়াক ওযুর সুন্নাত। তবে মিসওয়াক ওযু করার সময় কখন সুন্নাত এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ বলেন যে, তা অযুর ভিতরে তথা কুলি করার সময় সুন্নাত। আবার কেহ বলেছেন যে, মিসওয়াক করা অযুর পূর্বে সুন্নাত।

❑ এ মর্মে ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বারাকাত শাহ আহমাদ রেযা খান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়াতে ফরমান-

مسواک وضوء کی سنت داخلہ نہی

অর্থাৎ, মিসওয়াক করা ওযুর ভিতরের সুন্নাত নয়। বরং তা ওযু করার পূর্বের সুন্নাত।

-ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ১ম খন্ড; জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩।

কখন মিসওয়াক করা মুস্তাহাব

সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা সুন্নাত। যা পূর্বে দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে। তবে ফাতাওয়ায়ে শামীসহ বেশকিছু ফতোয়ার কিতাবে নিম্নোক্ত স্থানে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব বলে বর্ণিত হয়েছে। যথা-

- ❍ মুখের পরিবর্তন তথা মুখে দুর্গন্ধ কিংবা দাঁত হলুদ হয়ে গেলে।
- ❍ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর।
- ❍ নামাজের পূর্বে।
- ❍ কোন স্থান হতে ঘরে ফিরে।
- ❍ কুরআন পড়ার পূর্বে প্রভৃতি।

মিসওয়াক বর্জন ও অস্বীকারের বিধান

পূর্বোল্লেখিত মিসওয়াকের বিধান শীর্ষক আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মিসওয়াক করা সুন্নাত। বরং অযুতে মিসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

হিসেবে আদ্-দুররুল মুখতার প্রণেতা মত প্রকাশ করেছেন। আর সুন্নাত বর্জন ও অস্বীকারের বিধান সম্বন্ধে ফোকাহায়ে কিরামগণ নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

➢ প্রথমত, সুন্নাত বর্জন তথা মিসওয়াক বর্জনের বিধানঃ

❑. সুন্নাত বর্জনকারীদের বা বর্জন করার হুকুম সম্বন্ধে আল-বাহরুর রায়েক নামক বিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাবে বলা হয়েছে-

بِاَنَّ تَارِكَ الْوَاجِبِ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوْبَةَ بِالنَّارِ وَ تَارِكَ السُّنَّةِ لَايَسْتَحِقُّهَا بَلْ حِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ ○

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ওয়াজিব বর্জনকারী জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত। আর সুন্নাতের তরককারী এর উপযুক্ত নয় বরং হুযুর পাকের শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে।

-আল-বাহরুর রায়েক শরহু কানযিদ দাক্বায়েক্ব, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮।

❑ হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে শামীতে রয়েছে-

تَرْكُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْحَرَامِ يَسْتَحِقُّ حِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلوَاةُ وَ السَّلاَمُ مَنْ تَرَكَ سُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ ○

অর্থাৎ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বর্জন করা হারামের নিকটবর্তী (এবং সুন্নাত বর্জনের কারণে) নবীজীর শাফায়াত হতে বঞ্চিত হয়। যেমন- হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বানী- "যে আমার সুন্নাত বর্জন করল, সে আমার শাফায়াত বঞ্চিত হল"।

-রদ্দুল মুহতার আলাদ্ দুররিল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৭।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর আমল করবে না অর্থাৎ, কোন সুন্নাত বর্জন করবে, সে ব্যক্তি হুযুর পাকের শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে।

➢ দ্বিতীয়ত, সুন্নাত অপছন্দকারী কিংবা অস্বীকার কারীর বিধানঃ

❑ ফাতাওয়ায়ে শামী নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুন্নাত অস্বীকার কারীদের সম্পর্কে শাফেয়ী মাযহাবের কিছু মুহাক্কিক ফকীহগণের মন্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে যে-

وَ قَدْ صَرَحَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِاَنَّ مَنْ اَنْكَرَ مَشْرُوْعِيَّةَ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ أَوْ صَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ يَكْفُرُ لِاَنَّهَا مَعْلُوْمَةٌ مِّنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ ○

অর্থাৎ, শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মুহাক্কিক আলিমগণের উক্তি হলো- "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শরীয়ত নির্ধারিত সুদৃঢ় সুন্নাত সমূহকে (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহকে) অস্বীকার করবে অথবা দুই ঈদের সালাতকে (অস্বীকার করবে) সে কাফের হবে। কেননা, এগুলো জঙ্গরুরতে দ্বীনের (ধর্মের প্রয়োজনীয় বিধানের) অন্তর্ভূক্ত।

- রদ্দুল মুহতার আলাদ্ দুররিল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯১।

❑ সুন্নাতকে তুচ্ছ মনে করে বর্জনকারী সম্বন্ধে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে যে-

اِنْ لَّمْ يَرَالسُّنَنَ حَقًّا فَقَدْ كَفَرَ لِاَنَّهٗ تَرْكُهَا اِسْتِخْفَافًا وَ اِنْ رَآهَا حَقًّا فَالصَّحِيْحُ اَنَّهٗ يَاْثِمُ لِاَنَّهٗ جَاءَ الْوَعِيْدُ بِالتَّرْكِ كَذَا فِىْ مُحِيْطِ السُّرَخْسِىْ ○

অর্থাৎ, কেউ যদি সুন্নাতকে সত্য মনে না করে বর্জন করে, তবে সে কুফুরী করল। কেননা, সে সুন্নাতকে তুচ্ছ মনে করে বর্জন করেছে। তবে কেউ যদি তা সত্য মনে করে এবং এমতাবস্থায় তা বর্জন করে, বিশুদ্ধ মতানুসারে সে গুণাহগার হবে। কেননা, সুন্নাত বর্জন করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। (মুহীতঃ আস্-সুরাখাসী)।

-ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১২।

❑ নবী রাসূলগণের কোন সুন্নাতকে অস্বীকার কিংবা অপছন্দ কারীর হুকুম সম্বন্ধে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর অন্যত্র বলা হয়েছে যে,

مَنْ لَّمْ يَقِرَّ بِبَعْضِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ اَوْ لَمْ يَرْضَ بِسُنَّةٍ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَدْ كَفَرَ ○

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) হতে কোন একজনকে অস্বীকার করে অথবা তাঁদের সুন্নাত হতে কোন একটি সুন্নাতকে অপছন্দ তথা অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

-ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩।

যেমন, কদু বা লাউ হুযুর পাকের পছন্দের একটি খাবার এবং সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই, যদি কোন ব্যক্তির সামনে বলা হয় যে, হুযুর পাক কদু পছন্দ

করতেন, আর তা শুনে যদি সে বলে আমি কদু পছন্দ করি না। এমতাবস্থায় ইমাম ইউসুফ (যে বলল- "আমি কদু পছন্দ করি না") তাকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ, সে নবীজীর পছন্দ ও সুন্নাতকে অপছন্দ করেছে। তদ্রূপ, মিসওয়াক করা হুযুর পাকের পছন্দের বিষয়, এমনকি এর সম্বন্ধে তিনি অত্যধিক তাকিদও দিয়েছেন এবং যা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যারা তা অপছন্দ করবে, হেলা-তাচ্ছিল্যভরে আমল ত্যাগ করবে, তাদের উপরও ফতোয়া অনুরূপই হবে, যেরূপ কদু অপছন্দকারীর হবে।

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা দ্বিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি যদি সুন্নাত সমূহের কোন একটি সুন্নাতকেও হেলা-তাচ্ছিল্য তথা অবজ্ঞা ভরে দেখে, অপছন্দ কিংবা অস্বীকার করে তাহলে ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সুন্নাতের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান অনুধাবণ করা ও এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন!

মিসওয়াকের অবর্তমানে আঙ্গুলের ব্যবহার

আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করলে তা মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

❑ কতেক উলামায়ে কিরামের মতে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা মূল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কারণ, মিসওয়াকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, দাঁত বা তার চতুর্দিক পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক হবে গাছের ডাল দ্বারা।

❑ অধিকাংশ আলেমগণের মতে, যখন মিসওয়াক পাওয়া যাবে না, তখন আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মিসওয়াকের উপস্থিতিতে মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না এবং সুন্নাতও আদায় হবে না।

এ মর্মে শরীয়তের বিধানাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

❋ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْأَصَابِعُ وَتَجْزِىْ مَجْزَى السِّوَاكِ اِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَاكٌ ○

অর্থাৎ, হযরত কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আউফ আল-

মুযানী তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে, যখন (কাহারও) মিসওয়াক না থাকে।

-মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১০০; ইলাউস্ সুনান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৪।

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা মিসওয়াকের গুরুত্ব বুঝাতে একথাই বলা হয়েছে যে, আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না যখন মিসওয়াক উপস্থিত থাকে। হ্যাঁ, ঘটনাক্রমে মিসওয়াকের অবর্তমানে আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে।

❋ وَالسِّوَاكُ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ عِنْدَ فَقْدِهٖ يُعَالِجُ بِالْاَصْبَعِ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذَالِكَ ○

অর্থাৎ, মিসওয়াক করা সুন্নাত। কেননা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মিসওয়াক করতেন। আর যখন (ঘটনাক্রমে) মিসওয়াক থাকবে না, আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করে নিবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

- হিদায়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮।

❑ উক্ত ইবারতের মর্মে মিসওয়াক প্রসঙ্গে হিদায়ার হাশীয়ায় বর্ণিত যে, মিসওয়াকের উপস্থিতিতে আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না এবং সুন্নাত হিসেবেও গণ্য হবে না। যথা-

وَ لَا يَقُوْمُ الْاَصْبَعُ بِمَقَامِ الْخَشَبَةِ عِنْدَ وُجُوْدِهَا فَهُوَ بِظَاهِرِهٖ يَدُلُّ عَلٰى اَنْ لَّوْ عَالَجَ بِالْاَصْبَعِ مَعَ وُجُوْدِ الْخَشَبَةِ وَ حُضُوْرِهَا لَايَكُوْنُ مُقِيْمًا لِّلسُّنَّةِ ○

অর্থাৎ, কাঠের মিসওয়াকের উপস্থিতিতে আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না। আর তা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, যদি কেহ আঙ্গুল দ্বারা মিওসয়াক করে এবং এ অবস্থায় কাষ্টখন্ড বিদ্যমান থাকে তখন এর দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না।

-হাশীয়ায়ে হিদায়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮

❑ অনুরূপ, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত যে,

وَ لَا يَقُوْمُ الْاَصْبَعُ مَقَامَ الْخَشَبَةِ حَالَ وُجُوْدِ الْخَشَبَةِ فَاِذَا لَمْ تُوْجَدِ الْخَشَبَةَ فَحِيْنَئِذٍ يَّقُوْمُ الْاَصْبَعُ مَقَامَ الْخَشَبَةِ ○

অর্থাৎ, মিসওয়াক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে আঙ্গুল তার স্থলাভিষিক্ত হবে না। আর যদি মিসওয়াক পাওয়া না যায় এমতাবস্থায় আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে।

-ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭।

❑ উপরোক্ত আলোচনার সপক্ষে "আল-বাহরুর রায়েক" নামক পুস্তকেও বলা হয়েছে যে,

وَ تَقُوْمُ الْاَصْبَعُ اَوِ الْخِرْقَةُ الْخَشْنَةُ مَقَامَهٗ عِنْدَ فَقْدِهٖ اَوْ عَدَمِ اَسْنَانِهٖ فِىْ تَحْصِيْلِ الثَّوَابِ لَاعِنْدَ وُجُوْدِهٖ ○

অর্থাৎ, মিসওয়াকের অবর্তমানে কিংবা যার দাঁত নেই তার ক্ষেত্রে ছোয়াব অর্জনের লক্ষ্যে আঙ্গুল অথবা শুকনা কাপড় মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে, তবে মিসওয়াকের উপস্থিতিতে ছওয়াবও হবে না।

-আল-বাহরুর রায়েক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১।

উক্ত ফাতাওয়ার দ্বারা একথা পরিষ্কার হলো যে, আঙ্গুল অথবা শুকনা কাপড় মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত তখনই হবে যখন ঘটনাক্রমে মিসওয়াক না থাকবে এবং এতদুভয়ের দ্বারা ছোয়াব তখনই হবে, যখন মিসওয়াক অনুপস্থিত থাকবে।

আর মিসওয়াকের উপস্থিতিতে আঙ্গুল অথবা শুকনা কাপড় মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না এবং ছোয়াবও হবে না।

উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা একথাই বুঝানো হচ্ছে যে, মিসওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যা প্রত্যেক ঈমানদারগণের জন্য পালন করা জরুরী। কারণ মিসওয়াকের উপস্থিতিতে আঙ্গুল-শুকনা কাপড় মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না এবং সুন্নাত ও ছোয়াবের ক্ষেত্রেও স্থলাভিষিক্ত হবে না।

মিওসয়াকের পরিবর্তে ব্রাশের বিধান

ইসলামী নিদর্শন সমূহের মধ্যে মিসওয়াক একটি দ্বীনি নিদর্শন আর মিসওয়াক করা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। যে আমল নির্দিষ্ট বৃক্ষের ডাল দ্বারা আদায় করতে হয় এবং যা ফিতরাতে ইসলাম তথা ধর্মীয় স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত ও সকল নবীগণের সুন্নাত এবং মিসওয়াক হিসেবে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম ও বরকতময় বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অপরদিকে ইউরোপীয় আবিষ্কার ব্রাশ, যা মিওয়াকের পরিবর্তে ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, নির্দিষ্ট বৃক্ষের মিসওয়াক আল্লাহ প্রদত্ত গুণাগুণ থাকায় তাতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যে সমস্ত উপকারিতা ও পূণ্যের সমাহার রয়েছে, তা কখনোই আধুনিক ব্রাশে নেই।

এছাড়াও হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব সমূহে মিসওয়াকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে,

وَ يَنْبَغِىْ أَنْ يَّكُوْنَ السِّوَاكُ مِنْ اَشْجَارِ مَرَّةٍ ○

অর্থাৎ, (দাঁত বা তার চতুর্পার্শ্বে পরিষ্কার করার জন্য) মিসওয়াক হওয়া উচিত তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা। কারণ গাছের ডাল দ্বারা মিওয়াকের মধ্যে খোদা প্রদত্ত যে সমস্ত ফযিলতসহ গুণাগুণ রয়েছে, তা ব্রাশে নেই। যেমন- যায়তুন, পিলু, নিমসহ প্রভৃতি তিক্ত বস্তু সমূহ।

মূলতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা যেভাবে মিসওয়াক করতে বলেছেন, সেভাবে আদায় করাই প্রকৃত ধর্ম। আর তা বাদ দিয়ে বিধর্মী সভ্যতার ব্রাশ ব্যবহার করা প্রকৃত অর্থে সুন্নাতে রাসূলকে বর্জন করে বিদআতকেই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার অন্তর্ভূক্ত।

এ মর্মে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান- "আমার উম্মতের ফাসাদের সময় (যখন আমার প্রকৃত সুন্নাতের পরিবর্তে বিদআত বা নতুন কোন বিষয়কে মানুষ গ্রহণ করবে) সে সময় যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাতকে গ্রহণ করবে তথা আমল করবে, তার জন্য একশত শহীদের ছোয়াব রয়েছে।

এ বিষয়ে নিম্নে ফিক্‌হে হানাফীর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিসহ কয়েকটি পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

প্রথম পর্ব

পূর্বোক্ত "মিসওয়াকের অবর্তমানে আঙ্গুলের ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনায় আল-বাহরুর রায়েক ও তাতারখানিয়া কিতাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন মিসওয়াক থাকবে অর্থাৎ, বৃক্ষের মিসওয়াক নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় আঙ্গুল কিংবা শুকনা কাপড় দ্বারা মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে না এবং ছোয়াবও হবে না।

এ বিষয়ে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণনা রয়েছে যে,

لَايَقُوْمُ الْاَصْبَعُ مَقَامَ الْخَشْبَةِ فَاِنْ لَمْ تُوْجَدِ الْخَشْبَةِ فَحِيْنَئِذٍ يَّقُوْمُ الْأَصْبَعُ ○

অর্থাৎ, আঙ্গুল, কাঠ বা বৃক্ষের মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে না। আর যদি তুমি কাঠ বা বৃক্ষের মিসওয়াক (নাগালে) না পাও, তাহলে তার স্থলাভিষিক হবে।

- ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭।

আলোচ্য উদ্ধৃতির আলোকে বুঝা গেল যে, মিসওয়াক থাকা অবস্থায় আঙ্গুল ব্যবহার করলে, মিসওয়াকের প্রকৃত সুন্নাত আদায় হবে না এবং ছোয়াবও হবে না। কারণ, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান-

اَلْاَصَابِعُ تَجْزِىْ مَجْزَى السِّوَاكِ اِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَاكٌ ○

অর্থাৎ, আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত তখনই হবে যখন কারো নিকট মিসওয়াক থাকবে না।

সুতরাং মিসওয়াক যেখানে দুর্লভ নয় বরং সচরাচর পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় ব্রাশ ব্যবহারে না সুন্নাত আদায় হবে, আর না পূণ্য হবে। বরং এ অবস্থায় ব্রাশ করা সুন্নাত বিরোধী কর্মেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

যেহেতু প্রত্যেক বস্তুর মূলে রয়েছে পবিত্রতা ও বৈধতা। তাই যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এর মধ্যে কোন নাপাক অথবা হারাম বস্তু মিশ্রিত আছে কিনা? ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে নাপাক ও নাজায়েয বলা যায় না। এ মর্মে রদ্দুল মুহতারে রয়েছে-

لَا يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِحَقِيْقَتِهَا ○

অর্থাৎ, কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা অবগত না হয়ে এর নাপাকী বা অপ-বিত্রতা সম্বন্ধে রায় দিবে না।

অনুরূপ, তাতারখানিয়া নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে,

مَنْ شَكَّ فِىْ اِنَائِهٖ اَوْ ثَوْبِهٖ اَوْ بَدَنِهٖ اَصَابَتْهُ نَجَاسَتُهٗ اَمْ لَا فَهُوَ طَاهِرٌ مَّالَمْ يَسْتَيْقِنْ اَوْ كَذَا الْاَبَارُ وَ الْحِيَاضُ وَ الْجِبَابُ الْمَوْضُوْعَةُ فِىْ الطُّرُقَاتِ وَ

يَسْتَسْقِى مِنْهَا الصِّغَارُ وَ الْكِبَارُ وَ الْمُسْلِمُوْنَ وَ الْكُفَّارُ وَ كَذَا مَا يَتَّخِذُهٗ اَهْلُ الشِّرْكِ اَوِ الْجِهَلَةُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَالسَّمَنِ وَ الْخُبْزِ وَ الْاَطْعِمَةِ وَ الثِّيَابِ ○

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পাত্র, কাপড় অথবা শরীরে নাপাকী লেগেছে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করল, এ অবস্থায় তা পবিত্র হবে, যদি (এর অপবিত্রতার ব্যাপারে) পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মে।

অনুরূপ কূপসমূহ, পুকুরসমূহ এবং রাস্তার পার্শ্বে সৃষ্টি ফেনা বা গর্তের পানি (এরও পূর্বের ন্যায় হুকুম হবে)। আর এগুলো হতে পান করবে মুসলিম-কাফের সকলেই।

অনুরূপ (যদি সন্দেহ হয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে) যা মুশরিক ও মুসলমানদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রহণ করেছে (তাও পবিত্র হবে)। যেমন- ঘি, রুটি ও অন্যান্য খাদ্য ও কাপড় সমূহ।

হ্যাঁ, তবে যদি কেহ কোন সন্দেহের খবর শুনে এবং এর থেকে দূরে থাকে, তবে এটাই হবে সর্বোত্তম।

-ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৯, ৮০।

তৃতীয় পর্ব

যেহেতু ব্রাশের তৈরীর ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে যে, মূলতঃ এটা কিসের তৈরী। তাই সন্দেহ থেকে দূরে থাকাই উত্তম দ্বীনদারী। কিন্তু তা নাজায়েয বা হারাম বলা যাবে না। কেণনা, প্রত্যেক প্রাণীর শিং পবিত্র, এমনকি মৃত পশুরও। এর দ্বারা তৈরী ব্রাশ মুখে নেয়া বৈধ।

যেমন- দুর্‌রুল মুখতারে বর্ণিত যে,

شَعْرُ الْمَيْتَةِ غَيْرَ الْخِنْزِيْرِ وَ حَافِرُهَا وَ قَرْنُهَا طَاهِرٌ ○

অর্থাৎ, মৃত পশুর চুল বা লোম, ক্ষুর ও শিং পবিত্র, তবে শুকরের কিছুই পবিত্র নয়।

আর নিঃসন্দেহে শুকরের লোমে তৈরী ব্রাশ অপবিত্র এবং এর ব্যবহারও হারাম। এমন ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজা এমনই, যেমন পায়খানা দ্বারা মাজা। আর এটা ইউরোপীয়দের থেকে আমদানী হয়েছে। যদি বাস্তবিকই তার প্রকৃত অবস্থা (নাপাক, হারাম বা শুকর থেকে উৎপন্ন) জানা যায়, তবে তা স্পষ্ট হারাম। আর অন্যথায় সন্দেহ থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

-সংক্ষেপিত; ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০

চতুর্থ পর্ব

মূলতঃ সন্দেহজনক বস্তু হতে বেঁচে থাকা ধার্মিকতা এবং ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা। প্রকৃত অর্থে ব্রাশ একটি সন্দেহজনক বস্তু। তা আসলেই কি হালাল দ্রব্য দ্বারাই তৈরী না হারাম কিছু দ্বারা?

অতএব, যেহেতু তা সন্দেহের বস্তু কাজেই এর থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সরকারে আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অমূল্য ইরশাদ হল-

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَّ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّ بَيْنَ ذَالِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لَّا يَعْلَمُهُنَّ كَثْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَرَ الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَا لَهٗ دِيْنَهٗ وَ عِرْضَهٗ ○

অর্থাৎ, ইমাম আযম আবু হানিফা হযরত হাসান থেকে তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি নু'মানকে মিম্বরের উপর এটা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। এ দু'টোর মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে, যেগুলো সম্বন্ধে অনেক লোক জানে না। সুতরাং যারা সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেঁচে থাকে, তাঁরা তাঁদের দ্বীন ও (দ্বীনের) মর্যাদা রক্ষা করল।

-মুসনাদুল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা-১৬৩।

বর্ণিত হাদীস শরীফে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকাকে ধর্ম ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার মত মহান ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অতএব, আমরা এরই নিরিখে বলতে পারি যে, ব্রাশ হতে বেঁচে থাকাও ধর্ম ও এর মর্যাদা রক্ষারই শামিল। যেহেতু ব্রাশে সন্দেহ রয়েছে।

পঞ্চম পর্ব

শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট মিসওয়াক বর্জন করে ব্রাশ ব্যবহার সম্পর্কে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ, যুগের ইমাম আযম, আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-

اور اصل تو یہ ہے کہ مسواک کی سنت چھوڑ کر نصرانیوں کا برش اختیار کرنا ہی سخت جہالت و حماقت اور مرض قلب کی دلیل ہے- واللہ تعالی اعلم-

অর্থাৎ, আসল বা প্রকৃত কথাতো এই যে, মিসওয়াকের সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে, খ্রিষ্টানদের ব্রাশ বেছে নেওয়া বা গ্রহণ করা (মূলতঃ) জঘন্য মুর্খতা, আহাম্মকী ও অন্তরের ব্যধি হওয়ারই প্রমাণ।

-ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ৯ম খন্ড, পৃঃ-৮০।

পরিশেষে একথা পরিষ্কার যে, ব্রাশ মূলতঃ একটি সন্দেহজনক বস্তু এবং তা বিধর্মীদেরই আবিষ্কার। এটা শীতল মস্তিষ্কে ও অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলিম ধর্মীয় বিধানাবলীর ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে মুসলিমদেরকে স্বধর্ম হতে বঞ্চিত করার অপকৌশল মাত্র।

আর মিসওয়াক হল সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা। যা আমল করার কারণে খোদা প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক উপকারিতা ও পূণ্য রয়েছে। সুতরাং সন্দেহযুক্ত ও বিধর্মীদের আবিষ্কৃত ব্রাশকে বর্জন করে সুন্নাত (বৃক্ষের) মিসওয়াক ব্যবহার করা ঈমানদারগণের ঈমানী কর্তব্য।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সন্দেহ থেকে বাঁচার এবং বিধর্মীদের রীতি-নীতি বর্জন করে প্রকৃত সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মিসওয়াক ও ব্রাশের ব্যবধান বা পার্থক্য

মিসওয়াক ও ব্রাশের অনেকগুলো ব্যবধান বা পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে জরুরী কিছু পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

নং	মিসওয়াক	ব্রাশ
০১	মিসওয়াক সুন্নাতে রাসূল।	ব্রাশ সুন্নাতে রাসূল নয় বরং তার বিপরীত।
০২	মিসওয়াক আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম।	ব্রাশ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম নয়।
০৩	মিসওয়াক ইসলামের 'শায়র' বা নিদর্শন।	ব্রাশ ইসলামের নিদর্শন নয়।
০৪	ইসলামী বিধান মোতাবেক মিওসয়াক হয় কাঠের দ্বারা।	ব্রাশের দ্বারা ইসলামী বিধানে মিসওয়াক হয় না।

০৫	মিসওয়াকের বরকতে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
০৬	মিসওয়াকের বরকতে মেধা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
০৭	মিসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ বেশী সওয়াব অর্জন হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
০৮	মিসওয়াকের বরকতে পাকস্থলী মজবুত হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
০৯	মিসওয়াকের বরকতে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং যৌন দূর্বলতা দূর হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১০	মিসওয়াক চক্ষুদ্বয়কে আলোকিত করে।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১১	মিসওয়াকের বরকতে কফ্-শ্লেষ্মা দূর হয় এবং ফেরেস্তারা রাজী থাকে।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১২	মিসওয়াকের উসিলায় রোজগার সহজ হয় এবং বরকত অব্যাহত থাকে।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৩	মিসওয়াকের বরকতে নামাজের সওয়াব ৯৯ কিংবা ৪০০ গুণ বেড়ে যায়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৪	মিসওয়াকের বরকতে মাথা ব্যাথা দূর হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৫	মিসওয়াকের বরকতে তোতলামী দূর হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৬	মিসওয়াকের বরকতে নেক কর্ম বৃদ্ধি পায়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৭	মিসওয়াকের বরকতে চেহারা জ্যোতির্ময় হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৮	মিসওয়াকের বরকতে নবী রাসূলগণ কর্তৃক মাগফিরাতের দোয়া প্রাপ্ত হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
১৯	মিসওয়াকের ব্যবহারে বার্ধক্য বিলম্বে আসে।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
২০	মিসওয়াকের বরকতে হাশরে ডান হাতে আমলনামা দান করা হবে।	ব্রাশের দ্বারা তা হবে না।
২১	মিসওয়াকের বরকতে পুলছিরাত বিজলির ন্যায় অতিক্রম করা নসীব হবে।	ব্রাশের দ্বারা তা হবে না।

২২	মিসওয়াকের বরকতে মিসওয়াককারীর কবর প্রশস্ত হয় এবং তথায় শান্তি লাভ করে।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
২৩	মিসওয়াকের বরকতে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে।	ব্রাশের দ্বারা তা হবে না।
২৪	মিসওয়াকের বরকতে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	ব্রাশের দ্বারা তা হবে না।
২৫	মিসওয়াকের বরকতে মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
২৬	মিসওয়াকের বরকতে মৃত্যুকালে কালেমা শরীফ নসীব হয়	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
২৭	মিসওয়াকের বরকতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট মুসলমানগণের সংখ্যা পরিমাণ নেকী দেওয়া হয়।	ব্রাশের দ্বারা তা হয় না।
২৮	হাদীসের ভাষ্যে মিসওয়াক হয় বরকতময় বৃক্ষের জতরী।	ব্রাশ বরকতময় বৃক্ষের জতরী নয়।
২৯	মিসওয়াক হয় তিক্ত ডালের দ্বারা।	ব্রাসে সে তিক্ততা থাকে না।
৩০	মিসওয়াক হয় খোদা প্রদত্ত বৃক্ষের দ্বারা, যা সন্দেহমুক্ত এবং যাতে বিভিন্ন উপকারী উপাদান থাকে।	ব্রাশে খোদা প্রদত্ত উপাদান থাকে না এবং তা সন্দেহযুক্ত বস্তু।

এতদভিন্নও আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। সর্বোপরি নির্দিষ্ট কাঠের মিসওয়াককে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারাকাতুন তথা বরকতময় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আজ আমরা মহান আল্লাহর দয়াগুনে এ বরকতময় কাঠের দ্বারা সুন্নাতে রাসূল তথা নবী পাকের মহান সুন্নাতের অনুসরণ করে পূণ্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছি। আফসোস! উপরোক্ত গুণাগুণ সমূহ কখনো ব্রাশের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। তথাপিও আজ আমরা না জানার কারণে বরকতময় কাঠের দ্বারা মিসওয়াক করার সুন্নাতকে বর্জন করে ব্রাশ ব্যবহার করছি। পরিতাপ! বড়ই পরিতাপ!

এখন যেহেতু আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছি, তাই এ সত্যকে গ্রহণ করব এবং ব্রাশ অবশ্যই বর্জন করব, যেন নবী পাকের অনুসারীগণের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি। কারণ খালেছ ঈমানদারগণ সত্যকে এড়িয়ে চলে না। ইয়া আল্লাহ!

আমাদেরকে ধর্মীয় বিধি মোতাবেক জিন্দেগী করার দয়ার নজর দান করুন। আমিন!

মিওসয়াক হাদীয়া বা উপহার দেয়া সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

হাদীয়া দেওয়া ও গ্রহণ করা উভয়টিই সুন্নাত। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে হাদীয়া দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। এ মর্মে তাফসীরে কুরতুবীতে মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَهَادُوْا فَاِنَّهٗ يُضْعِفُ الْوَدَّ وَ يُذْهِبُ بِغَوَائِلِ الصَّدْرِ ○

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তোমরা একে অন্যকে হাদীয়া দাও। কেননা, এতে তোমাদের পারস্পরিক মহাব্বত বৃদ্ধি পাবে এবং অন্তরের বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হাদীয়া দেওয়া ও গ্রহণ করা উভয়টির মাধ্যমেই অন্তরের বিদ্বেষ দূর হয় এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। কারণ এটি মহাব্বত সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম। এ হাদীয়া মিসওয়াক, বস্ত্র, অর্থ বা যেকোন বৈধ সামগ্রী দ্বারা হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, দান-সদকার ক্ষেত্রে গরীব-ধনী বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু হাদীয়ার ক্ষেত্রে গরীব ধনী বিবেচনা করতে হয় না। কারণ, তা পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়ার লক্ষ্যে মুসলমানদের জন্য একটি ধর্মীয় বিধান। তাই কমপক্ষে একটি মিসওয়াক হাদীয়া দিন।

এ মর্মে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত যে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَ عِنْدَهٗ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخِرِ فَاُوْحِىَ اِلَيْهِ فِىْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنَّ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَ هُمَا ○

অর্থা, হযরত মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত

যে, তিনি বলেন- একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করছিলেন। তখন তাঁর নিকট দু'জন ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। ইতোমধ্যেই হুযুর পাকের নিকট মিসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে এই মর্মে ওহী আসল যে, আপনার মিসওয়াকটি বড়জনকে হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করুন।

- আবু দাউদ শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-০৭।

উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, মিসওয়াক হাদীয়া দেওয়া ও গ্রহণ করা সুন্নাতে রাসূল এবং একাধিক মানুষের মধ্যে মিসওয়াকের গুরুত্বের কারণে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক উপহার দেওয়া সুন্নাত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মাধ্যমে নবী পাকের গোলামী করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

জিজ্ঞাসা ও জওয়াব

আরযঃ মিসওয়াক করার সময় নিয়ত করতে হবে কি?

জওয়াবঃ সকল আমলের প্রকৃত পূণ্য লাভ এবং আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল 'নিয়্যত'। আর নিয়্যত হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং তাঁর নির্দেশ পালনার্থে স্বীয় ইচ্ছাশক্তিকে কর্মের প্রতি ধাবিত করা। নিয়্যতের গুরুত্ব সম্পর্কে বুখারী শরীফের শুরুতেই রয়েছে-

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজের ছওয়াব নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং মিসওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আমল এবং ইসলামের নিদর্শন তাই মিসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের বাসনা থাকা চাই।

আরযঃ রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে কি?

জওয়াবঃ রোজাদার ব্যক্তি মিওসয়াক করতে পারবে কিনা, বিষয়টি মতানৈক্যপূর্ণ। তবে ইমামে আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয। মিসওয়াক চাই শুকনা হোক বা ভিজা হোক, দিনের প্রথমাংশে হোক বা শেষাংশে হোক সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা বৈধ।

তবে রোজা অবস্থায় বর্তমান প্রচলিত যে কোন ধরণের মাজন, পেষ্ট, কয়লা দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ। কারণ, এগুলো পেটে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আরযঃ মিওসয়াক করা অবস্থায় ও মিসওয়াক করার পর তা ধৌত করা যাবে কি?

জওয়াবঃ হ্যাঁ, মিসওয়াক করার সময় মাঝেমাঝে মিসওয়াক ধৌত

করা এবং মিসওয়াক করার শেষে তা ধুয়ে নেওয়া সুন্নাত।

আরযঃ সকল স্থানে মিসওয়াক করা যাবে কি?

জওয়াবঃ মিসওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। কিন্তু তা লোক সমাবেশে না করাই উত্তম। কারণ, মিসওয়াকের দ্বারা মুখের ময়লা দূর করা হয়। অনুরূপ তা কোন বিশেষ পবিত্র স্থান তথা মসজিদে বা নির্দিষ্ট ইবাদাত খানায় না করা ভাল এবং মিসওয়াক একটি ফযীলতপূর্ণ আমল হওয়ার কারণে তা ইস্তেঞ্জায় বা পায়খানায় বসে ব্যবহার করা অনুচিত।

আরযঃ আমরা জানি যে, মিসওয়াক দ্বারা মুখের ময়লা দূর করা হয়। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত হাদীসে মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যবহৃত মিসওয়াক ধৌত না করেই ব্যবহার করেছেন কেন?

জওয়াবঃ মূলতঃ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন বিষয়ই বর্জ বা অপবিত্র নয় বরং তাঁর সবই পবিত্র, তাই মা আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা মিসওয়াক হতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ধৌত না করেই মিসওয়াক ব্যবহার করেছেন।

এছাড়াও ফরমানে এলাহী দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর। আর নূর সকল দিক থেকে সর্বাবস্থায় পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম রাউফুর রাহীম কর্তৃক দুনিয়াবী প্রত্যেকটি কাজ ও অবস্থা সমূহ তৈরী হয়েছে উম্মতের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এমনকি মানবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি দুনিয়াতে মানবরূপে আগমণ করেছেন।

আরযঃ মিসওয়াক নরম করার উদ্দেশ্যে পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে কি?

জওয়াবঃ হ্যাঁ, মুখ যেন ক্ষত না হয় বা মিসওয়াকের দ্বারা মুখে ব্যাথা না পায়, সে জন্য মিসওয়াককে নরম মুলায়েম করার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখা বৈধ।

আরযঃ ছোট ছোট বাচ্চারাও কি মিসওয়াক করবে?

জওয়াবঃ হ্যাঁ, উলামায়ে দ্বীনের মতে ছোট বাচ্চাদেরকে মিসওয়াক ব্যবহারে অভ্যস্ত করানো মুস্তাহাব, যেমনিভাবে তাদেরকে অন্যান্য ইবাদতে অভ্যস্ত করানো মুস্তাহাব।

আরযঃ মিসওয়াক ব্যবহারে অসমর্থ হলে চুইংগাম বা আঠা জাতীয় বস্তু চিবানো যাবে কি?

জওয়াবঃ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পুরুষদের জন্য চুইংগাম বা আঠা জাতীয় জিনিস চিবানো মাকরূহ। আর মহিলা বা মা গণ মিসওয়াক ব্যবহারে কোন কারণে অসমর্থ হলে চুইংগাম বা আঠা জাতীয় বস্তু চিবিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু তা রোজা অবস্থায় চিবানো মাকরূহ।

আরযঃ মিসওয়াকের উভয়দিকে ব্যবহার করা যাবে কি?

জওয়াবঃ না। কারণ, মিসওয়াকের উভয় দিক ব্যবহার করা মাকরূহ। এছাড়াও উভয়দিক ব্যবহারে মিসওয়াকের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা কঠিন।

আরযঃ মিসওয়াক করার ক্ষেত্রে কোন দোয়া আছে কি?

জওয়াবঃ অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে যেরূপ দোয়া আছে, তদ্রূপ মিসওয়াক করার ক্ষেত্রেও অনেক দোয়া আছে। তন্মধ্যে একটি হল-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِىْ رِضَاكَ عَنِّىْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমার এ মিসওয়াককে তোমার সন্তুষ্টি লাভের উসিলা বানাও।